মেহেরপুরে ১১৫ জন হোম কোয়ারেন্টিনে , নতুন ২৯

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ২৯ জনসহ ১১৫ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান।

তিনি আরো জানান, চলতি মাসে মেহেরপুরে ১৪৪৭ জন প্রবাসী ফিরেছেন। তাদের সনাক্ত করার কাজ বেশ জটিল। তারপরও আমরা সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তারা যেন হোম কায়ারেন্টিনে থাকে।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সাংসদের বাজার পরিদর্শন

সারা দেশে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে যাবার অজুহাতে স্থানীয় পর্যায়ে মোটা চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সপ্তাহ আগে স্বর্ণা (লাল) ১০০ কেজির দাম ছিল ২৫০০ টাকা। বর্তমানে ওই চাল বিক্রি হচ্ছে ৩৫০০ টাকায়। ২৮ জাতের চাল ৩৪০০ টাকার স্থলে বিক্রি হচ্ছে ৪০০০ টাকায়। অন্যান্য জাতের চালের দাম কেজি প্রতি দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে। এছাড়াও মুদি দোকানেও অনেক পণ্যের মুল্য বেড়েছে আশংকা জনক হারে। বিশেষ করে হ্যান্ড ওয়াশ হিসেবে ব্যাবহৃত দ্রব্য কৃত্তিম সংকট তৈরী করেছেন ব্যাবসায়ীরা। গাংনী বাজারসহ প্রান্তিক পর্যায়ের অনেক দোকানে সাবানসহ হ্যান্ড ওয়াশের দাম অতিরিক্ত নেয়া হছ্ছে এমন অভিযোগ অনেকের।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে মেহেরপুরের গাংনীতে চালের মুল্য আশংকাজনক

হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোটা চালের দাম কেজি প্রতি ছয়টাকা থেকে আট টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। চালের মোকামে দাম বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে দাম বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়িরা। তবে সরকারী কোন পদক্ষেপ নেই বলে দাবী করেছেন স্থানীয় লোকজন ও স্থানীয় সাংসদ। এদিকে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে মাঠে নেমেছেন সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন ও ব্যবসায়িদেরকে চালের মুল্য স্থীতিশীল রাখার জন্য অনুরোধ করেন। যারা বাজার প্ররিস্থিতি নিয়ে জনগনকে ধোকা দিবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা নেয়া হবে বলেও হুশিয়ারি দেন সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

তিনি বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারী পদক্ষেপের ব্যাপারে জানান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান কোনই পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। মুল্য বৃদ্ধিতে জনমনে কোন অসন্তোষ ও কোন অঘটন ঘটলে তার দ্বায়ভার ইউএনওকে নিতে হবে বলে জানান।

অপরদিকে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ায় শুক্রবার বন্ধের দিনে জুম্মার নামাজের আগে সহকারী কমিশনার (ভুমি) ইয়ানুর রহমান বাজার পরিদর্শনে যান। সেসময় সকল দোকান পাট বন্ধ ছিল।

গাংনীতে চাল,ডালসহ নিত্যপণ্যের নিয়ন্ত্রনে বাজার মনিটরিং এর জন্য উপজেলা প্রশাসন নিরলশ কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে ব্যাবসায়ীদের সর্তক করা হচ্ছে এবং অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। সেই সাথে ভাইরাস প্রতিরোধে প্রবাশ ফেরতদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সর্তক করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে সচেতনাতা বৃদ্ধিতে প্রশাসন বিভিন্ন পদক্ষেপ ইতোমধ্যে গ্রহন করেছেন। এছাড়াও বাজার নিয়ন্ত্রনে বিভিন্ন ভাবে খোঁজখবর নেয়া হচ্ছে সেই সাথে ব্যাবসায়ীরা চাল,ডালসহ কোনে পন্যের দাম বেশি নিলে সাথে সাথে উপজেলা প্রশাসনকে জানানোর আহবান জানিয়েছেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। শুক্রবার বিকেলে স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে গাংনীর বামুন্দি বাজারে বেশি দামে চাউল বিক্রির অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান। চাউলের দাম বেশি নেয়া ও দোকানে চাউলের মুল্য তালিকা চার্ট না টাঙ্গানোর অপরাধে এনামুল হক নামের এক চাউল ব্যাবসায়ীকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে বলে আদালত সুত্রে জানাগেছে।

মেহেরপুরে নতুন করে হোম কোয়ারেন্টিনে ৩৬

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ৩৬ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে ৮৬ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান। এদের মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় নতুন করে ১৬ জন, সদরে ১৪ জন ও মুজিবনগরে ৬জন।

মেহেরপুরে দুই হেরোইন ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর ডিবি পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে জামিরুল ইসলাম ও খোকা নামে দুই ব্যবসায়ীকে হেরোইনসহ আটক করেছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালের দিকে মেহেরপুর কোটপাড়া আলিয়া মাদ্রাসার রাস্তার উপর থেকে তাদের আটক করা হয়। আটক জামিরুল ইসলাম খোকন মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের আওলাদ আলীর ছেলে এবং খোকা মেহেরপুর স্টেডিয়াম পাড়ার আব্দুল মালেকের ছেলে।

ডিবির এসআই ইব্রাহিমের নেতৃত্বে ১৫ গ্রাম হেরোইন সহ দু’জনকে আটক করা হয়। এ ব্যাপারে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অশুভ চিন্তা পরিহার করার আহ্বান মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা

মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা ওসমান গনি। আসুন আমরা মানুষ হই, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অশুভ চিন্তা পরিহার করি।
আমরা প্রায়ই দেখি দেশের যে কোন সংকট, রমযানসহ বিভিন্ন অজুহাতে এক শ্রেণীর ভন্ড, অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের অশুভ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। যাদের বিবেক নাই, মনুষ্যত্ব নাই, জ্ঞান-গরিমা অবশিষ্ট কিছুই নাই। তাদের চাহিদারও কোন সীমা নাই।

এদেরকে অন্তত মানুষ বলা যায় না। এদের আচরণ পশুর চেয়ে অধম। যারা মানুষের বিপদ ও অসহায়ত্বকে পুঁজি করে ব্যবসায়ীক ফায়দা লুটে নেয়। অথচ হওয়ার কথা ছিল বিপদে মানুষের পাশে থাকা, প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্যের দাম কমিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করা এবং যে কোন সংকটে মুনাফার চিন্তা বাদ দিয়ে মানুষের উপকার করা। সংকট একসময় কেটে যায়, রমজান এক সময় চলে যায়। তবে এসব ব্যবসায়ীদের কী অর্জন হয়? কিছু টাকার আবর্জনা, সমাজের মানুষের অভিশাপ, ভর্ৎসনা আর ঘৃণা।

এরা টাকার জন্য সব করতে পারে। যদিও এসব টাকা থাকেনা, থাকলেও ভাল কাজে ব্যয় হয় না। কি হবে এত টাকা দিয়ে!! আপনি পাঁচটি বাড়িতে এক সাথে ঘুমাতে পারেন! দশটি গাড়িতে একসাথে চড়তে পারেন! পাঁচ কেজি খাসির মাংস এক সাথে খেতে পারেন! দুইটি পালঙ্কে একসাথে ঘুমাতে পারেন! সব টাকা কবরে নিয়ে যেতে পারেন!! আপনি নিজেও জানেন কিছুই পারেন না। তাহলে কেন মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে অভিশাপের এ অর্থ উপার্জন! আপনার সুখ নাই, শান্তি নাই, রাতে ঘুম নাই, সম্মান নাই, মানুষের ভালবাসা নাই, কিছুই নাই।

আপনি মানুষ রূপি এক আস্ত রাম ছাগল হয়ে সমাজের বুকে ঘুরে বেড়ান।

একজন রিকশা চালকের যে সুখ-শান্তি, সম্মান আছে আপনার অবশ্যই তা নাই। সমাজে সবচেয়ে কঠিক কাজ সম্মান ও মানুষের ভালবাসা অর্জন করা। যা কোটি কোটি টাকা দিয়েও কেনা যায়না। সমাজে কে প্রকৃত সম্মানী তা বুঝা যায় একমাত্র তার মৃত্যুর পরে। যারা এগুলো করেন, তাদের অন্তর ব্যধিগ্রস্থ। এ এক মারাত্বক নেশা। সকল খারাপ নেশাই মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
তাই যারা এখনও ভুলের মাঝে আছেন, অসৎ পন্থায় অর্থ উপার্জনের অশুভ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছেন, মনুষ্যত্বকে বিলিয়ে দিয়েছেন তাদের বলি- এবার থামুন, একটু চিন্তা করুন।

আসুন আমরা ভাল মানুষ হওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, মানুষকে সহযোগিতা করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, সচেতনতার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হই, যে কোন সংকট মোকাবেলায় হাতে হাত মিলিয়ে দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে এবং দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শুধু ভাল কাজ করে যাই। তবেই আমাদের মানুষ বলা যায়।

গাংনীতে আবারো উপজেলা প্রশাসনের অভিযান

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারো উপজেলা প্রশাসনের দ্রব্যমূল্যের ঊধর্¦গতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার বিকালে উপজেলার বামন্দি বাজারে দ্বিতীয় বারের মত চাউলসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে চাউল ব্যবসায়ী এনামুল হককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে

দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

তিনি জেলা প্রশাসকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে টিসিবি কেন্দ্রের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বিক্রয় কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছ। তাই জনসাধারণের দ্রব্যমূল্য নিয়ে উৎকন্ঠার কোন কারণ নাই।

পরে তিনি নোভেল করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সতেচনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ওবায়দুর রহমান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. এম রিয়াজুল আলম ও বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী এবং গাংনী থানা পুলিশের কর্মকর্তা ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যবৃন্দ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে হিমশিম প্রশাসন

দেশ জুড়ে এখন আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস। ইতিমধ্যে সারা বাংলাদেশে ২০ জন এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং একজনের মৃত্যু হয়েছে।
এই প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাস আতঙ্কে প্রভাব পড়েছে ব্যবসা, পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই।
করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কে পুজি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি করে দিচ্ছে। প্রশাসনের কর্মকর্তারা নিয়মিত বাজার মনিটরিং করলেও দ্রব্যমূলের

উর্ধগতি থামাতে পারছেন না।

বেশি দামে আমাদের কিনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের এই অযুহাতের কাছে যেন বন্দি প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
মেহেরপুরেও এর প্রভাব কোন অংশে কম নেই। ইতি মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। বিশেষ করে চালের বাজারে এর প্রভাবটা বেশি পড়েছে। রাতারাতিই বস্তা প্রতি ৫০ থেকে ৮০ টাকা কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০-১৫০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করলেও বেশি দামে কেনার ভাউচার দেখিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে ব্যবসায়ীরা। শুধু চালের বাজার না বেড়েছে কাঁচা বাজারের প্রতিটি পণ্যের দাম। এক্ষেত্রে সুযোগ নিয়েছে ছোট খাটো পরিবহন শ্রমিকরাও। রিক্সা অটো ইজিবাইক সহ বিভিন্ন পরিবহনে নেওয়া হচ্ছে বেশি ভাড়া।

মেহেরপুর, গাংনী ও মুজিবনগরে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় সব পণ্যের দাম বেশি ধরা হচ্ছে। মেহেরপুর হোটেল বাজারের বেশ কয়েকজন চাল ব্যবসায়ী জানান, আমাদের মেহেরপুরে চাল উৎপাদন হয়না। বাইরে থেকে আমাদের চাল আমদানি করতে হয়। সেখানেই দাম বেশি নিচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা কি করবো।
ফল ও কাচা বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী একই কথা বলেন। তবে মাংসের বাজারের দেশি মুরগীর দাম বৃদ্ধি পেলেও কমেছে বয়লার দাম সেই সাথে অপরিবর্তন আছে গরু-ছাগল।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, করোনা আতঙ্ককে কেন্দ্র করে কেউ যেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না করে সেজন্য আমরা সার্বক্ষনিক তদারকি করছি। আপনারা জানেন, ইতিমধ্যে আমরা চালের বাজারে অভিযান পরিচালনা করেছি। ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছি। সেই সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য গুলোর মধ্যে বেশ কিছু পণ্য ন্যায্যমূল্যে টিসিবি’র মাধ্যমে বিক্রয় করা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এটা চলমান থাকবে। আর ব্যবসায়ীদের ভিতর কেউ যদি বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
গাংনী প্রতিনিধি এ সাহিন সিদ্দীকি জানান, সারা দেশের ন্যায় গাংনীতেও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেশি নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। ভ্রাম্যমাণ আদালত নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করলেও নিয়ন্ত্রণ করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের দাবি বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, করোনা নিয়ে গাংনীতে

যে কোন অস্থিতিকর পরিবেশ মোকাবেলাই আমরা প্রস্তুত। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে হোম কোয়ারেন্টাইন সব বিষয় গুলো আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।

মুজিবনগর প্রতিনিধি শাকিল রেজা জানান, মুজিবনগরে বাজার পরিস্থিতি মোটামুটি স্বাভাবিক আছে। তবে চাল ও কাচা বাজারে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রেণে রাখতে উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে।

এছাড়াও শাকিল রেজা আরও জানান, করোনা আতঙ্কে ভাটা পড়েছে মুজিবনগর পর্যটন ক্ষেত্রে। হঠাৎ করে লোক সমাগম অনকেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পর্যটন এলাকার ব্যবসায়ীরা পড়েছে লোকসানের মুখে। আশেপাশের এলাকা থেকে কিছু লোক সমাগম হলেও ব্যবসায়ীরা খেলনা সামগ্রী থেকে শুরু করে অনান্য পণ্যের দাম হাকাচ্ছে বেশি। সেই এই এলাকার পরিবহন শ্রমিকরা যাত্রিদের কাছ থেকে নিচ্ছে বাড়তি ভাড়া।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি জানান, বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আমরা সব সময় খোজ খবর রাখছি। দ্রব্যমূল্য যদি বেশি নেয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো।

এছাড়া আজ শনিবার থেকে আমরা নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করবো। মুজিবনগর পর্যটন কেন্দ্রের বিষয়ে তিনি জানান, করোনা মোকাবেলার জন্য মুজিবনগর পর্যটন বন্ধ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে পন্যদ্রব্যের দাম বেশি রাখায় ব্যাবসায়ীকে জরিমানা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

শনিবার বেলা এগারোটার দিতে উপজেলার কেদারগন্জ, গোপালনগর ও ভবেরপাড়া বাজারে চাউলসহ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি নিয়ন্ত্রণে অভিযান

ও নোভেল করোনা ভাইরাস বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন।

এ সময় চাউলের দাম বেশী নেওয়া ও মূল্য তালিকা না রাখার দায়ে কেদারগন্জ বাজারের দুইজন ব্যবসায়ী ও ভবেরপাড়া বাজারের দুইজন ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে মোট ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্মমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উসমান গনি। তিনি সকল ব্যবসায়ীকে দোকানে মূল্য তালিকা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ অভিযান চলমান থাকবে, যদি কোন ব্যবসায়ী করোনা ভাইরাসের সুযোগে অসৎ পন্থায় লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরী বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে তার বিরুদ্ধে আইনগত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান তিনি।

মেহেরপুরে নতুন করে হোম কোয়ারেন্টিনে ৩৬

বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নতুন ৩৬ জন প্রবাসীকে মেহেরপুরে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে ৮৬ জনকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন এ তথ্য জানান। এদের মধ্যে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আওতায় নতুন করে ১৬ জন, সদরে ১৪ জন ও মুজিবনগরে ৬জন।

গাংনীতে দইু মাদকসেবীর কারাদন্ড

গাংনীতে দুই মাদক সেবনকারীর তিন মাসের কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে দন্ডিতরা হলেন, গাংনী উপজেলার সাহেব নগর গ্রামের বদর উদ্দীনের ছেলে মরজেম আলী (৬০) ও হাড়াভাঙ্গা গ্রামের আব্দুল কাদেরের ছেলে লাভলু হোসেন (৪০)।

সুত্র জানায়, মরজেম আলী ও লাভলু হোসেন গাঁজা সেবন করছে এমন গোপন সংবাদ পেয়ে মেহেরপুর জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সাহজামাল খান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাদের আটক করে।

তাদের দেহ তল্লাশী করে দুজনের কাছ থেকে ৩০ গ্রাম গাজা উদ্ধার করের তারা।

পরে ঘটনা স্থলে আদালত বসিয়ে তাদের দন্ডাদেশ দিয়ে আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।